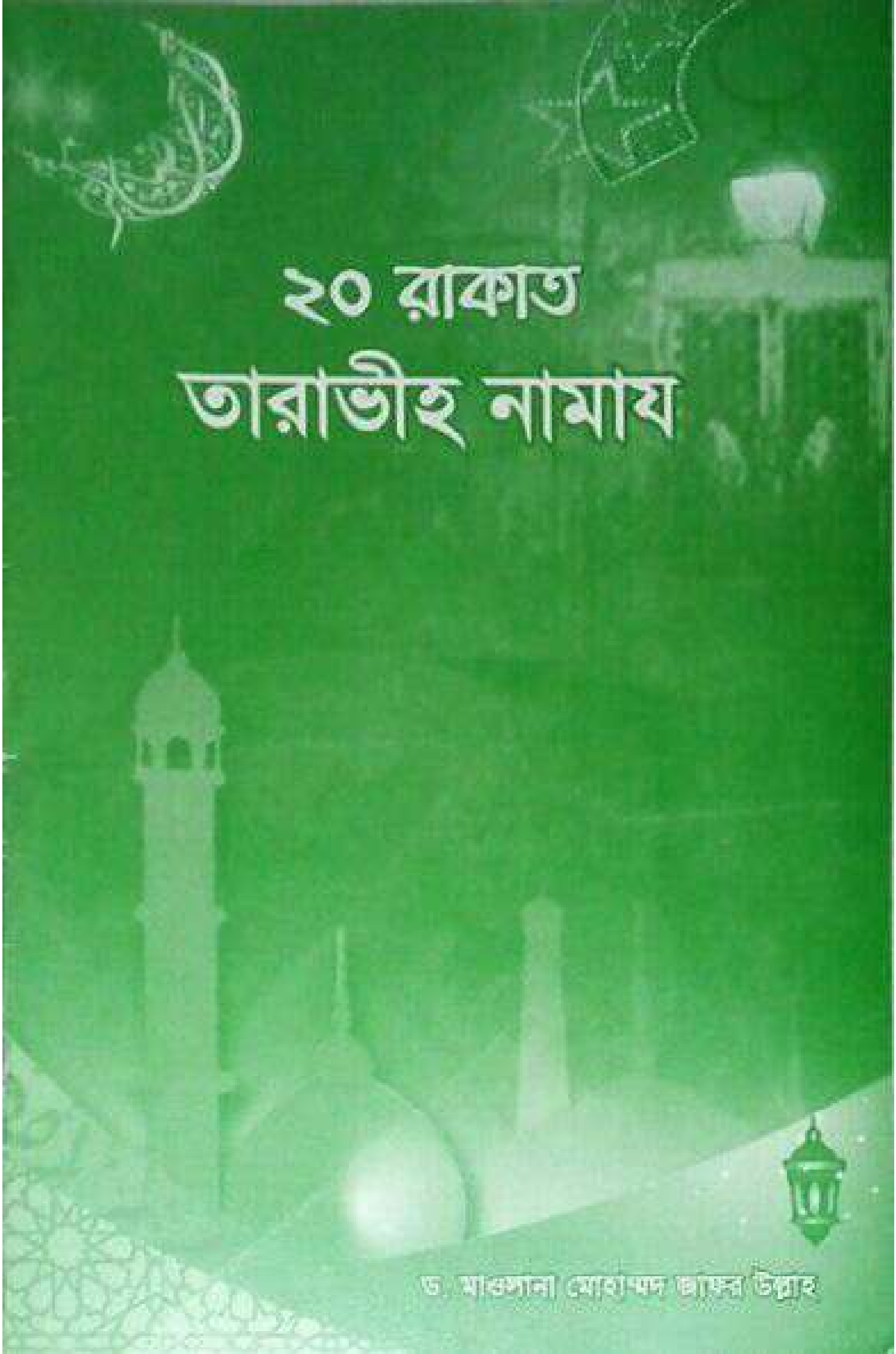

ড. মাওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ

২০ রাকাত তারাভীহ নামায

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট প্রকাশন

আলোকধারা বুক্স-এর পক্ষে-

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
গাউসিয়া হক মন্‌জিল
মাইজভাণ্ডার শরিফ
ডাক: ভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২

লেখক
ড. মাওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ

প্রথম প্রকাশ: ১ রমযান ১৪৩৭ হিজরী

প্রথম সংস্করণ: এপ্রিল ২০১৭, রজব ১৪৩৮ হিজরী

আ.বু: ০১৬

প্রচ্ছদ: ইমেজ সেটিং

মুদ্রণ: দি আলোকধারা প্রিন্টার্স
গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ্ শরিফ
সৈয়দ সলিমুল্লাহ্ শাহ্ রোড
বিবিরহাট, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম - ৪২১১

মূল্য: দশ টাকা মাত্র।

মুখবন্ধ

পবিত্র রমযান মাসে তারাভীহর নামায ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের এক ফজিলতপূর্ণ আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমান শত শত বছর ধরে ২০ রাকাত তারাভীহর নামায আদায় করে আসছেন পরম যত্ন ও মর্যাদা সহকারে।

সম্প্রতি ২০ রাকাত তারাভীহর নামায নিয়ে একটি গোষ্ঠী কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। কারো কারো মতে ২০ রাকাত নয়, তারাভীহর নামায হবে ৮ রাকাত। সাম্প্রতিক এ স্পর্শকাতর বিতর্কিত বিষয়ে অতি দায়িত্বশীলতার সাথে কলম ধরেছেন আমাদের দেশের একজন ইসলামী পণ্ডিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ। তিনি কুরআন-হাদিসের আলোকে এতদবিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন সুন্দরভাবে। এ গ্রন্থখানি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের অশেষ উপকারে আসবে এ আমার বিশ্বাস।

এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট-এর আওতাধীন গবেষণা ও প্রকাশনা পরিষদ এ গ্রন্থটি প্রকাশ করে একটি মহৎ দায়িত্ব পালন করেছে। আমি এ গ্রন্থের বহুল প্রচার একান্তভাবে কামনা করছি।

ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী
সভাপতি
গবেষণা ও প্রকাশনা পরিষদ, এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
এবং
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

২০ রাকাত তারাভীহ নামায

ভূমিকা: রামযান মাস বরকতময় মাস। এ মাসে আল্লাহ তাআলা রোযা ফরয করেছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস.ল্লামা উম্মতের জন্য তারাভীহর নামায সুন্নাত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন, রোযা পালন করলে যেরূপ অতীত জীবনের গুনাহ মাফ হয়ে যায়, তেমনি তারাভীহর নামায আদায় করলে আল্লাহ তাআলা অতীত জীবনের গুনাহ মাফ করে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কখনো তারাভীহর নামায ২০ রাকাত আদায় করেছেন। আবার কখনো ৮ রাকাত আদায় করেছেন বলে হাদীস সূত্রে জানা যায়। তবে হযরত উমর (রা.) এর খেলাফত কাল থেকে ২০ রাকাত তারাভীহর উপর সকল সাহাবী ঐকমত্য পোষণ করেন। হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) এর খিলাফত কালেও জামা'আতসহ তারাভীহর নামায ২০ রাকাত আদায় করা হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমার সুন্নাত যেরূপ তোমাদের জন্য পালনীয়, সেরূপ আমার খলিফাদের সুন্নাতও তোমাদের জন্য পালনীয়।[১] ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উম্মতের মধ্যে খোলাফায়ে কিরামের সুন্নাত মুতাবেক ২০ রাকাত তারাভীহ পালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে নাসির উদ্দিন আলবানীর অনুসারী কিছু লা-মাযহাবী আলেম এ বিষয়ে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বলছেন - তারাভীহর নামায ২০ রাকাত নয়, ৮ রাকাত।[২] ইমামদের অভিমতসহ হাদীসের আলোকে বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হলো।

তারাভীহর নামকরণ:

আরবী তারাভীহ শব্দটি তারবীহাতুন এর বহুবচন। এর অর্থ আরাম করা বা বিশ্রাম করা। তারাভীহ নামাযের প্রতি চার রাকাত নামাযের অন্তর কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নেয়া হয় বিধায় এ নামাযকে তারাভীহর নামায বলা হয়। রামযান মাসে ইশার নামাযের ফরয ও সুন্নাত আদায় করে এবং ভিতিরের নামাযের পূর্বে তারাভীহর নামায পড়া হয়। তারাভীহর নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। তারাভীহর নামায সিয়াম সাধনারই অংশ। আল্লাহ তাআলা রামযান মাসে যে অগণিত রহমত, বরকত ও ফযীলত রেখেছেন তন্মধ্যে তারাভীহর নামায আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের এক বড় মাধ্যম। নাসাঈ শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করেন-[৩]

---

১. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, মুসনাদ, মুয়াসসিতুর রিসালাহ, প্রকাশ ১৯৯৯ খ.২৮ পৃ. ৩৬৭

২. নাসির উদ্দিন, সালাতুত তারাভীহ, মাকতাবতুল মা'রিফ, রিয়াদ, প্রকাশ ১৪২১ হি.

৩. আবূ আব্দুর রাহমান আন নাসাঈ, আস সুনানুল কুবরা, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত, প্রকাশ ১৯৯১, হাদীস নং ২৫২০ বাবু যিকরি ইখতিলাফি ইয়াহইয়া ইবন আবি কাছীর ওয়ান নাদর।

إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه

অর্থ- 'আল্লাহ তাআলা রামযানের রোযা ফরয করেছেন আমি তোমাদের জন্য তারাভীহ পড়া সুন্নাত করেছি' (নাসায়ী-২৫২০)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার হাদীসে 'কিয়ামুল লায়ল' দ্বারা তারাভীহর নামায উদ্দেশ্য। প্রথম যুগে এটি কিয়ামুল লায়ল হিসেবে পরিচিত ছিল। পরে এটি তারাভীহ নামে প্রসিদ্ধ হয়। রামযান মাসের 'কিয়ামুল লায়ল'-কে সাহাবীগণ কর্তৃক তারাভীহর নামায হিসেবে নামকরণ করার বিষয়টি হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।[৪]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِى اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَتَرَوَّحُ ، فَأَطَالَ حَتَّى رَحِمْتُهُ فَقُلْتُ : بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ : أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟. تَفَرَّدَ بِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ. وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ. وَقَوْلُهُ : ثُمَّ يَتَرَوَّحُ. إِنْ ثَبَتَ فَهُوَ أَصْلٌ فِى تَرَوُّحِ الإِمَامِ فِى صَلاَةِ التَّرَاوِيحِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.(السنن الكبرى للبيهقي)

অর্থ- হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা রাতের বেলা চার রাকাত নামায পড়ে বিশ্রাম করতেন। এভাবে তিনি দীর্ঘক্ষণ নামায আদায় করতেন। তাঁকে বেশি নামায পড়তে দেখে আমার কষ্ট হতো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, (আপনি কেন এত বেশি নামায পড়েন?) আল্লাহ তাআলা আপনার আগের পরের সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি কি আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞ বান্দাহ হবো না? ইমাম বায়হাকী বলেন, মুগীরা ইবনে যিয়াদ এ হাদীস একাই বর্ণনা করেন। হাদীস শাস্ত্রানুযায়ী তিনি মজবুত রাভী নন। ইমাম বায়হাকী আরো বলেন, উপরিউক্ত হাদীসের 'ইতারাউয়াহ' (বা বিশ্রাম করা) শব্দ থেকে নামাযে তারাভীহর নামকরণ ও ভিত্তি গ্রহণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা যেহেতু রাতের নামাযে চার রাকাত অন্তে বিশ্রাম নিতেন সেহেতু এ নামাযের নামকরণ হয়েছে তারাভীহর নামায হিসেবে। [বায়হাকী, হাদীস নং ৪৮০৭]

পাঠক! রামযান মাসে রাতের বেলায় নামায পড়া, যাকে হাদীসের পরিভাষায় কিয়ামুল লায়ল বলা হয়েছে, সেটাই পরবর্তীতে তারাভীহর নামায হিসেবে পরিচিত হয়। তাই

---

৪. আবূ বাকর আহমদ আল বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, মাজলিসু দায়িরাতুল মাআরিফ আন নিযামিয়া, হায়দারাবাদ, ভারত প্রকাশ, ১৩৪৪হি.

আমরা হাদীসের কিয়ামুল লায়ল শব্দের অনুবাদ তারাভীহ নামায হিসেবে উপস্থাপন করেছি।

তারাভীহ নামাযের ফযীলত:

হাদীস শরীফে তারাভীহ নামাযের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো-

এক. বুখারী শরীফের বর্ণনায় এসেছে-[৫]

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (صحيح البخاري-1910)

অর্থ- হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রামযান মাসে বিশ্বাস নিয়ে এবং সাওয়াবের আশায় রোযা রাখল এবং লায়লাতুল কাদরে তারাভীহ আদায় করল আল্লাহ তাআলা তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। [বুখারী শরীফ-হাদীস নং-১৯১০]

দুই. মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় ইরশাদ হয়েছে-[৬]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُرَغِّبُ فِى قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِى خِلاَفَةِ أَبِى بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ.(صحيح مسلم)

অর্থ- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা উম্মতদেরকে রামযান মাসে কিয়ামুল লায়ল তথা তারাভীহর জন্য উৎসাহিত করতেন। তবে তিনি অত্যাবশ্যক হিসেবে নির্দেশ করতেন না। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় তারাভীহ আদায় করে তার অতীত জীবনের গুনাহ মাফ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা দুনিয়া থেকে পর্দা করার সময়ও তারাভীহর হুকুম এরূপ ছিল এবং হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা.)

---

৫ . আবূ আব্দুল্লাহ আল বুখারী, আল জামে আস সহীহ, দারু ইবন কাছীর, ইয়ামা, বৈরুত খ. ২য় পৃ. ৬৭২

৬ . মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, আস সহীহ, দারুল জিয়াল, বৈরুত তাবিখ. ২য় পৃ. ১৭৭

Yqadri.blogspot.c

এর জীবনেও এরূপ ছিল এবং হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতের প্রথম দিকেও এরূপ ছিল। [সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১৮১৬]

তিন. বায়হাকী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-[৭]

عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَدَّ مِئْزَرَهُ ، لَمْ لَمْ يَأْتِ فِرَاشَهُ حَتَّى يَنْسَلِخَ –رواه البيهقي

অর্থ- হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রামযান মাস প্রবেশ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কোমর বেঁধে ইবাদতে লেগে যেতেন। তিনি এ মাসে রাতের বেলা ঘুমানের জন্য বিছানায় যেতেন না। রামযান চলে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি এরূপ আমল করতেন। [বায়হাকী, হাদীস -৩৩৫২]

চার. বায়হাকী শরীফের আরেক হাদীসে তারাভীহর গুরুত্বের উপর হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে-[৮]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ، وَابْتَهَلَ فِي الدُّعَاءِ، وَأَشْفَقَ مِنْهُ رواه البيهقي

অর্থ- হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রামযান মাস আসলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার রং বদলে যেত, এ সময় তিনি বেশি বেশি নামায পড়তেন, বেশি দুআ করতেন এবং বেশি কান্নাকাটি করতেন। [বায়হাকী, হাদীস-৩৩৫৩]

পাঁচ. নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-[৯]

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه– رواه النسائي

অর্থ- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রামযানে রোযা ফরয করেছেন আর আমি রামযানে তোমাদের জন্য তারাভীহ সুন্নাত করেছি। অতএব, যে রোযা পালন করবে এবং বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় তারাভীহ আদায় করবে সে সদ্য জন্ম নেয়া শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যাবে। [নাসাঈ শরীফ, হাদীস-২৫২০]

---

[৭] - আহমদ ইবনুল হোসাইন আল বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ প্রকাশ ২০০৩, খ. ৫ম পৃ. ২৩৪

[৮] - প্রাগুক্ত

[৯] - আন নাসাঈ, সুনানুল কুবরা, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত, প্রকাশ ১৯৯১ খ. ২য় পৃ. ৭৯

তারাভীহ্ নামাযের রাকাত বিষয়ক হাদীস:

ক. বুখারী শরীফের বর্ণিত হয়েছে-[১০]

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أن رسول صلى الله عليه و سلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما أصبح قال (قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم) . وذلك في رمضان -صحيح البخاري

অর্থ- হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মসজিদে তারাভীহর নামায আদায় করেন। লোকেরাও তাঁর সাথে নামায আদায় করেন। পরের দিনও একইভাবে তিনি নামায আদায় করেন, তবে সেদিন লোকের সংখ্যা বেড়ে যায়। অতঃপর তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাতে অনেক লোকের সমাগম হয়; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ঘর থেকে বের হননি। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন, তোমরা যা করেছ আমি তা দেখেছি। ঘর থেকে বের হতে আমাকে কিছুই বারণ করেনি বরং আমি এ ভয়ে বের হইনি যে নিয়মিত আদায় করলে তা তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাবে [আর তোমাদের আদায় করতে কষ্ট হবে]। আর এটি ছিল রামযান মাসের ঘটনা। [বুখারী শরীফ হাদীস নং-৮৮২]

খ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) বলেন-[১১]

واخرج العسقلاني في التلخيص أنه صلى بالناس عشرين ركعة ليلتين فلما كان في الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم ثم قال من الغد خشيت ان تفرض عليكم فلاتطيقوها -تلخيص الحبير

অর্থ- হযরত ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর আত তালখীছ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা প্রথম যে দুদিন সাহাবীদের নিয়ে তারাভীহ আদায় করেছেন সে দু'দিন তিনি বিশ রাকাত নামায আদায় করেছেন। তৃতীয় দিন যখন অনেক লোকের সমাগম হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাদের উপর তারাভীহ ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে ঘর থেকে বের হননি। কেননা, ফরয

---

[১০] - আবূ আব্দুল্লাহ আল বুখারী, আল জামে আস সহীহ, দারু ইবন কাছীর, ইমামা, বৈরূত খ. ১ম পৃ. ৩৮০

[১১] - ইবন হাজর আল আসকালানী, আত তালখীছুল হাবীর, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, প্রকাশ ১৯৮৯, খ. ২য় পৃ. ৫৩

হয়ে গেলে তাদের সকলের পক্ষে তা আদায় করা সম্ভব হবে না। [তালখীছুল হাবীর খ. ২য় পৃ.৫৩]

গ. বুখারী শরীফের আরেক রেওয়ায়তে হাদীসটি আরো বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে-[১২]

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال (أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها) . فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم والأمر على ذلك

অর্থ- হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মধ্য রাতে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। লোকেরা তাঁর সাথে (জামায়াতসহ তারভীহর) নামায আদায় করলেন। সকাল বেলা লোকেরা তা বলাবলি করলে পরের দিন আরো অধিক লোকের সমাগম হলো। পরের দিন সকাল বেলা তারাও এ নিয়ে বলাবলি করলে তৃতীয় দিন মুসল্লীর সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে নামায আদায় করলেন, লোকেরাও তাঁর পিছনে ইকতিদা করে নামায আদায় করলেন। চতুর্থ দিন এত বেশি লোকের সমাগম হলো যে, মসজিদে আর জায়গার সংকুলান হচ্ছিল না।

সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তারাভীহর নামায পড়ার জন্য বের হলেন না। লোকেরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে করতে ফজর হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ তাদেরকে নিয়ে ফজর নামায আদায় করে লোকদের মুখোমুখি হয়ে কালিমা শাহাদাত তেলাওয়াত করে বলেন, তোমাদের অবস্থান আমার কাছে গোপন নয়। যদি আমি নিয়মিত তোমাদেরকে নিয়ে তারাভীহর নামায আদায় করি, তা তোমাদের জন্য ফরজ হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি। অথচ তোমরা তা আদায় করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ

---

[১২]. আবূ আব্দুল্লাহ আল বুখারী, আল জামে আস সহীহ, দারু ইবন কাছীর, ইয়ামা, বৈরুত খ.২য় পৃ. ৭০৮

Yqadri blog

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বেচালের পূর্বে তিনি আর জামায়াত সহকারে রামযানে তারাভীহ আদায় করেন নি। [বুখারী শরীফ হাদীস নং ১৯০৮]

ঘ. মুসতাদারক হাকিমের মধ্যে এ হাদীসটি আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে-[১৩]

حدثني أبو طلحة بن زياد الأنصاري قال : سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص يقول : قمنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في شهر رمضان ليلة ثلاث و عشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة خمس و عشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبع و عشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبع و عشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح و كنا نسميها الفلاح و أنتم تسمون السحور هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه و فيه الدليل الواضح أن صلاة التراويح في مساجد المسلمين سنة مسنونة و قد كان علي بن أبي طالب يحث عمر رضي الله عنهما على إقامة هذه السنة إلى أن أقامها

অর্থ- হযরত আবূ তালহা ইব্‌নে যিয়াদ আল আনসারী (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি নুমান ইব্‌নে বশীর (রা.)-কে হিমসের মিম্বরে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে রামযানের ২৩ তারিখ রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তারাভীহ (কিয়ামুল লায়ল) আদায় করি। ২৫ তারিখ আমরা রাতের অর্ধেকাংশ পর্যন্ত তাঁর সাথে তারাভীহ (কিয়ামুল লায়ল) আদায় করি। ২৭ তারিখও আমরা তাঁর সাথে অর্ধ রজনী পর্যন্ত তারাভীহ (কিয়ামুল লায়ল) আদায় করি। অতঃপর আমরা ২৯ তারিখও তাঁর সাথে তারাভীহ (কিয়ামুল লায়ল) আদায় করি এ পর্যন্ত যে, মনে হচ্ছিল আমরা ফালাহ (সেহরী) গ্রহণ করতে পারব না। আমরা এর নাম ফালাহ বলতাম আর তোমরা সেহরী বলো।

হাকিম নিসাপুরী বলেন। এ হাদীস ইমাম বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ হাদীস; কিন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম কেউ এটি তাঁদের কিতাবে বর্ণনা করেন নি। তিনি আরো বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারাভীহর নামায মসজিদে আদায় করা সুন্নাত। হযরত আলী (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে তারাভীহর নামায জামায়াতে আদায় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। ফলে হযরত উমর (রা.) তারভীহর নামায জামায়াতে আদায় করার রীতি চালু করেন। [আল মুসতাদারক হাদীস নং ১৬০৮] রাতের এক তৃতীয়াংশ,

---

[১৩] - আল হাকিম নিসাপুরী, আলমুসতাদারক আলাস সহীহাইন, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত, প্রকাশ ১৯৯০, খ. ১ম পৃ. ৬০৭

Yaqub.blogs

অর্ধেকাংশ ও সেহরীর পূর্ব পর্যন্ত এতো দীর্ঘসময়ে সাহাবীগণ অবশ্যই ২০ রাকাত তারাভীহ আদায় করেছেন।

ঙ. সহীহ ইব্‌নে খুযাইমা ও ইব্‌নে হাব্বান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে-[১৪]

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يامر بعزيمة أمر فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الأمر كذالك في خلافة أبي بكر وصدرامن خلافة عمر حتى جمعهم عمر على أبي بن كعب وصلى بهم فكان ذلك أول ما اجتمع الناس على قيام رمضان

অর্থ- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা রামযানে তারাভীহর (কিয়ামুল লায়লের) জন্য লোকদের উৎসাহিত করতেন। তবে অত্যাবশ্যক হিসেবে আদায় করার হুকুম দিতেন না। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় তারাভীহ আদায় করবে তার পূর্বজীবনের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তারাভীহর এ নীতি অনুসরণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা দুনিয়া থেকে পর্দা করেছেন, একইভাবে হযরত আবূ বকর ছিদ্দিক (রা.) এর জামানায় অনুরূপ আমল হয়েছে এবং হযরত উমর (রা.) এর প্রথম জীবনেও এরূপ আমল প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.) হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব এর ইমামতিতে সকলকে একত্রিত করেন। তিনি লোকদের নিয়ে (২০ রাকাত তারাভীহর) নামায আদায় করেন। এটি ছিল রামযানের তারাভীহর জন্য লোকদেরকে প্রথম একত্রিকরণ। [সহীহ ইব্‌নে খোযাইমা হাদীস নং ২২০৭]

চ. সুনান আবূ দাউদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে-[১৫]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَإِذَا أُنَاسٌ فِى رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هَؤُلاَءِ. فَقِيلَ هَؤُلاَءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّى وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ. فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أَصَابُوا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا -رواه ابو داؤد

অর্থ- হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বের হলেন, রামযান মাসের এসময় লোকেরা মসজিদের এক

---

[১৪] - মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন খোযাইমা, সহীহ ইবন খোযাইমা, আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত প্রকাশ ১৯৭০ খ.৩য় পৃ. ৩৩৮

[১৫] - আবূ দাউদ সোলাইমান আস সিজিসতানী, সুনানু আবি দাউদ, দারুল কিতাব আল আরবী, বৈরুত তাবি খ. ১ম পৃ. ৫২২

Yaadri blog

প্রান্তে নামায পড়ছিলেন। তিনি বললেন, এরা কী করছে? বলা হলো, এ লোকেরা কুরআনের কিছু জানে না, তাই উবাই ইব্নে কা'ব নামায পড়ছেন আর তারা তাঁর পিছনে নামায আদায় করছে। রাসূলুল্লাহ বললেন, তারা সঠিক কাজ করছে, এটি খুবই সুন্দর কাজ। [আবূ দাউদ, হাদীস নং-১৩৭৯] এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জামায়াত সহকারে ২০ রাকাত তারাভীহর নামায আদায় করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জামানায় শুরু হয়েছে। যাদের পবিত্র কুরআন মুখস্থ নেই, তাদের জন্য কোন ইমামের পিছনে তারাভীহ আদায় করা উত্তম কাজ। আর রাসূলুল্লাহ সেটিকে ভাল কাজ হিসেবে স্বীকৃতিও দিয়েছেন।

ছ. বায়হাকী শরীফে উপরি উক্ত হাদীসের সাথে নিম্নোক্ত অংশটিও বর্ণিত আছে-[১৬]

وفي رواية للبيهقي قَالَ : قَدْ أَحْسَنُوا ، أَوْ قَدْ أَصَابُوا. وَلَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ لَهُمْ.

অর্থ- ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন, তারা সুন্দর কাজ করেছে এবং সঠিক কাজ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এটি অপছন্দ করেন নি। [বায়হাকী শরীফ হাদীস নং ৪৭৯৪]

জ. বুখারী শরীফের আরেক বর্ণনায় এসেছে যা ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন-[১৭]

وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله—(رواه البخاري ومؤطا مالك)

অর্থ- হযরত ইব্নে শিহাব হযরত উরওয়া ইব্নে যোবাইর থেকে তিনি হযরত আব্দুর রাহমান ইব্নে আব্দুল কারী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত উমর (রা.) এর সাথে রামযান মাসে রাতের বেলায় মসজিদের দিকে বের

---

১৬ - আবূ বাকর আহমদ আল বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, মাজলিসু দায়িরাতুল মায়ারিফ আন নিযামিয়া, হায়দারাবাদ, ভারত প্রকাশ, ১৩৪৪ হি.খ. ২য় পৃ. ৪৯৫

১৭ - ইমাম মালিক ইবন আনাস আল আসবাহী, মুয়াত্তা, দারুল ইহয়াউত তুরাছ আল আরাবী, মিসর তাবি, খ.১ম পৃ.১১৪

হই। তখন লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে নামায আদায় করছিল। কেউ নিজে নিজে নামায পড়ছিল। আবার কেউ কেউ অন্যের পিছনে জামায়াতে নামায আদায় করছিল। তখন হযরত উমর (রা.) বললেন, আমি যদি এদেরকে কোন এক কারীর পিছনে একত্রিত করি তবে খুবই ভাল হতো। তিনি সকলকে হযরত উবাই ইব্নে কা'ব (রা.) এর পিছনে একত্রিত করলেন (সাহাবীগণ তাঁর পিছনে ২০ রাকাত তারাভীহ আদায় করেন)। অতঃপর আমি হযরত উমর (রা.) এর সাথে দ্বিতীয় দিন রাতের বেলায় বের হলাম সেদিন লোকেরা একত্রিত হয়ে হযরত উবাই ইব্নে কা'ব (রা.) এর সাথে তারাভীহ আদায় করছিল, এমতাবস্থায় তাদের দেখে তিনি বললেন, এটি খুবই সুন্দর বিদআত। যারা নামায আদায় করছে তাদের চেয়ে যারা ঘুমাচ্ছে তারা খুবই ভাল; এদ্বারা তিনি তাদের শেষ ভাগের তারাভীহর কথা বুঝিয়েছেন। পূর্বে লোকেরা রাতের প্রথম দিকে তারাভীহ শেষ করত। [বুখারী শরীফ হাদীস নং-১৯০৬ ইমাম মালিকও এ হাদীসটি তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং-২৫০]

ঝ. আল মুগনী গ্রন্থে বর্ণিত আছে-[১৮]

عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة وقال ابن قدامة في المغني وهذا كالاجماع –المغني

অর্থ- হযরত ইয়াযিদ ইব্নে রোমান (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, লোকেরা হযরত উমর (রা.) এর জামানায় ভিতিরসহ মোট ২৩ রাকাত নামায আদায় করত (অর্থাৎ, ২০ রাকাত তারাভীহ ও ৩ রাকাত ভিতির)। ইব্নে কুদামা তাঁর আল মুগনী গ্রন্থে বলেন ২০ রাকাত তারাভীহর উপর ইজমা' হয়েছে। [আল মুগনী, খ.১পৃ.৮৩৩]

ঞ. ইমাম মালিকের (রহ.) মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণিত আছে,

وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول :ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف –رواه مالك في المؤطا

অর্থ- হযরত মালিক (রহ.) বর্ণনা করেন আমি দাউদ ইব্নে হুছাইন (রহ.) এর কাছে শুনেছি তিনি প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত আ'রজ (রহ.) থেকে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি লোকদেরকে রামযান মাসে কাফেরদের লা'নত করতে শুনেছি। তিনি আরো বলেন,

---

[১৮] - ইবন কুদামা আল মুকাদ্দেসী, আল মুগনী ফি ফিকহিল ইমাম আহমদ, দারুল ফিকর, বৈরুত প্রকাশ ১৪০৫ হি. খ. ১ম পৃ. ৮৩৩

কারী প্রথম আট রাকাতে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করেন। আর বাকী বার রাকাতে যখন ইমাম তাদের নিয়ে নামায পড়তেন তখন দেখা যেতো যে, ইমাম দ্রুত নামায আদায় করছেন। [মুয়াত্তা হাদীস নং-২৫৩]

ট. জামে তিরমিযীতে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন-[১৯]

عن أبي ذر : قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا له يا رسول الله ! لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه ؟ فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعى أهله ونسائه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح ؟ قال السحور

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة وأكثر أهل العلم ما روي عن عمر و علي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عشرين ركعة وهو قول الثوري و ابن المبارك و الشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة

অর্থ- হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে রোযা রাখি, কিন্তু তিনি আমাদেরকে নিয়ে ২২ তারিখ পর্যন্ত তারাভীহর নামায পড়েন নি। রামযান মাসের ২৩ তারিখ তিনি আমাদেরকে নিয়ে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তারাভীহর নামায পড়েন। ২৪ তারিখ তিনি আমাদেরকে নিয়ে তারাভীহ পড়েন নি। পঁচিশ তারিখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা অর্ধ রাত পর্যন্ত তারাভীহর নামায আদায় করেন। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! রাতের বাকী অংশ যদি আপনি আমাদেরকে এ নামায পড়িয়ে দিতেন? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে তারাভীহ আদায় করে ফিরে গেল; তার জন্য সারা রাত তারাভীহ পড়ার সাওয়াব লিখা হয়। এর পর তিনি আমাদেরকে নিয়ে তারাভীহ পড়েননি। তবে ২৭ তারিখ তিনি আমাদেরকে নিয়ে তারাভীহ আদায় করেন। তিনি তাঁর পরিবারের সকলকে ডেকে

---

১৯. আবূ ঈসা আত তিরমিযী, আল জামে আস সহীহ, দারু ইহয়াউত তুরাছিল আরবী, বৈরুত খ. ৩য় পৃ. ১৬৯

পড়েন এবং আমাদেরকে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ তারাভীহ পড়েন। মনে হচ্ছিল যে, ফালাহ (সেহরীর) গ্রহণের সময় হারাব। প্রশ্ন করা হলো ফালাহ কী? তিনি বলেন, সেহরী। [তিরমিযী হাদীস নং ৮০৬]

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রহ.) বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। আহলে ইলমের মাঝে রামযানের তারাভীহ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তারাভীহ বিতিরসহ ৪১ রাকাত। এটি মদীনাবাসীদের আমল। মদীনাবাসীদের অভিমতও এটি। আর হযরত উমর (রা.) ও হযরত আলী (রা.) সহ অধিকাংশ সাহাবীর মতে তারাভীহ ২০ রাকাত। হযরত সুফিয়ান সাওরী, ইবনে মুবারক ও ইমাম শাফেঈ এ অভিমত ব্যক্ত করেন। ইমাম শাফেঈ বলেন, আমি আমার প্রিয় শহর মক্কায় লোকদেরকে বিশ রাকাত তারাভীহর নামায আদায় করতে দেখেছি।

৫. আল মুসান্নাফ গ্রন্থে বর্ণিত আছে-[২০]

عن ابن عباس رض قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر –رواه ابن ابي شيبه في المصنف

অর্থ- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা রামযানে বিতির ছাড়া ২০ রাকাত তারাভীহ আদায় করতেন। [মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা, খ.২ পৃ.১৬৪]

উপরের হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত উমর (রা.) এর খিলাফত কালে সকল সাহাবী ২০ রাকাত করে তারাভীহর নামায আদায় করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস এর জবাব:

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فِى رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ وَلاَ فِى غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِى.

অর্থ- হযরত আবি সালমা ইবনে আব্দির রাহমান (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করেন, রামযানে রাসূলুল্লাহর নামায কেমন ছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা রামযান ও অন্যান্য সময়ে রাতে ১১ রাকাতের বেশি

---

[২০] - ইবনে আবি শায়বা, আবূ বাকর আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল কূফী, মুসান্নাফ, দারুল বালকিয়া আল হিন্দিয়া, তাবি খ.২য় পৃ.১৬৪

নামায পড়তেন না। তিনি খুব সুন্দরভাবে চার রাকাত করে নামায পড়তেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তিনি আরো চার রাকাত নামায পড়তেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নামায প্রশ্নাতীত সুন্দর ছিল। অতঃপর তিনি তিন রাকাত ভিতির পড়তেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি জানতে চাইলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভিতিরের পূর্বে ঘুমাবেন? তিনি বললেন, আমার চোখ ঘুমায় কলব ঘুমায়না।[২১] (বুখারী ও মুসলিম-১৭৫৭)

হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণিত হাদীসে ৮ রাকাত তারভীহর কথা বলা হয়েছে। হযরত উমর (রা.) এর জামানায় সকল মুহাজির ও আনসারী সাহাবীর ইজমা'র মাধ্যমে তা রহিত হয়। সকলেই ২০ রাকাত তারাভীহ আদায় করেছেন। হযরত উমর (রা.) এর জামানায় যেভাবে ২০ রাকাত তারাভীহ আদায় হয়েছে সেভাবে হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) এর আমলে ২০ রাকাত তারাভীহ আদায় হয়েছে।

হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফত আমলে তারাভীহর নামায:

হযরত উমর (রা.) খিলাফতের পর হযরত উসমান (রা.) এর জামানায়ও লোকেরা ২০ রাকাত তারাভীহর নামায আদায় করেছেন-[২২]

عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة قال وكانوا يقرؤون بالمئين وكانوا يتوكؤن على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام -البيهقي في سننه الكبرى

অর্থ- হযরত সায়েব ইব্‌নে ইয়াযিদ (রহ.) বর্ণনা করেন, লোকেরা হযরত উমর (রা.) এর জামানায় রামযান মাসে ২০ রাকাত তারাবীহ আদায় করতেন। তারা প্রায় দুইশত আয়াত তেলাওয়াত করতেন। হযরত ওসমান (রা.) এর জামানায় এত লম্বা তারাভীহর নামায হত যে, তারা লাঠির উপর ভর দিয়ে নামায আদায় করতেন। [বায়হাকী শরীফ হাদীস নং-৪৩৯৩, ৪৩৮৯]

হযরত আলী (রা.) এর খিলাফত আমলে তারাভীহর নামায:

আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি তারাভীহর নামায হযরত উমারের (রা.) আমলে জামায়াত সহকারে ২০ রাকাত আদায় করার জন্য হযরত আলী (রা.) তাঁকে পরামর্শ

---

[২১] - বুখারী, আস সহীহ, বাবু ফাদলে মান কামা রামদান; মুসলিম, বাবু সালাতিল লাইল ফি রামদানা।

[২২] - আবূ বাকর আহমদ আল বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, মাজলিসু দায়িরাতুল মায়ারিফ আন নিযামিয়া, হায়দারাবাদ, ভারত প্রকাশ, ১৩৪৪ হি.খ. ২য় পৃ. ৪৯৬

Yqadri.blog

দিয়েছিলেন। যা মুসতাদারক হাকিম গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হযরত উমর ও হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতের পর হযরত আলী (রা.) এর জামানায়ও লোকেরা তারাভীহর নামায ২০ রাকাত আদায় করতেন-[২৩]

عن شبير بن شكل وكان من اصحاب علي رض أنه كان يؤمهم في شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث –رواه ابن أبي شيبه في المصنف والبيهقي رقم الحديث 4395

অর্থ- হযরত শাব্বীর ইব্নে শাকল (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) এর অনুসারীরা রামযান মাসে ২০ রাকাত তারাভীহর নামায আদায় করতেন। এর পর তারা ৩ রাকাত ভিতির আদায় করতেন। [মুসান্নাফ ইব্নে আবী শায়বাহ ও বায়হাকী শরীফ হাদীস নং-৪৩৯৫]

عن سعيد بن عبيد أن علي بن ربيعة كان يصلي بهم في رمضان خمس ترويحات ويوتر بثلاث رواه ابن أبي شيبه في المصنف رقم الحديث 7690

অর্থ- হযরত সাঈদ ইব্নে উবাইদ (রহ.) বর্ণনা করেন, যে আলী ইব্নে রাবীয়া রামযান মাসে পাঁচ তারভীহা করে তারাভীহর নামায আদায় করতেন। এবং পরে তিন রাকাত ভিতির আদায় করতেন। [মুসান্নাফ ইব্নে আবী শায়বা হাদীস নং-৭৬৯০]

খোলাফায়ে রাশেদীনের তিনজনের আমলে তারাভীহর নামায ২০ রাকাত করে ইমামের পিছনে আদায় করা হয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নিজেই খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলকে উম্মতের উপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন- হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-[২৪]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ(مسند الإمام أحمد بن حنبل)

---

[২৩] - প্রাগুক্ত

[২৪] - ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, মুসনাদ, মুয়াসসিতুর রিসালাহ, প্রকাশ ১৯৯৯ খ.২৮ পৃ. ৩৬৭

অর্থ- হযরত আব্দুর রাহমান ইব্নে আমর আস সুলামী (রহ.) বর্ণনা করেন, তিনি হযরত ইরবাদ ইব্নে সারীয়া (রা.)-কে বলতে শুনেছেন-তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমাদেরকে খুব গুরুত্বের সাথে নসিহত করেন। যাতে আমাদের অশ্রু ঝরেছিল এবং আমাদের অন্তর সন্ত্রস্ত হয়েছিল। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটি বিদায়ী নসিহত মনে হচ্ছে। আপনি আমাদেরকে কী দায়িত্ব দেবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন, আমি তোমাদেরকে উজ্জ্বল ধর্মের উপর রেখে যাচ্ছি, যার দিন রাত সমান উজ্জ্বল। ধ্বংসপ্রাপ্ত ছাড়া এ ধর্ম থেকে কেউ বিচ্যুত হবে না। আমার পরে তোমরা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাতের উপর আমল করবে এবং আমার হেদায়তপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাতের উপর আমল করবে। তাদের অনুসরণ করা তোমাদের উপর ওয়াজিব। যদিও তাঁরা হাবশী গোলাম হয়। দাঁত কামড়ে এর উপর থাকবে। [মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৭১৪২]

মাযহাবের ইমামগণের মতে তারাভীহর নামায:

১. হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব আল মাবসুত গ্রন্থে বলা হয়েছে-[২৫]

الأمة أجمعت على شرعيتها وجوازها ولم ينكرها أحد من أهل العلم إلا الروافض .فإنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا

অর্থ- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উম্মত তারাভীহর নামাযের বৈধতা ও শরীয়ত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। রাফেজী ফেরকার লোকেরা ব্যতীত কেউ এর বিরোধিতা করেনি। হানাফীদের বিশুদ্ধ অভিমত হলো-ভিতির ব্যতীত তারাভীহর নামায ২০ রাকাত। [মাবসুত লিস সারাখসী, খ. ২য় পৃ. ২৫৬]

২. মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আবূল হাসান মালেকীর কিতাব কিফায়াতুত তালিবে এ বিষয়ে তাঁদের মাযহাব উল্লেখ করেন-[২৬]

---

[২৫] - আস সারাখসী, শামসুদ্দিন আবূ বাকর, আল মাবসুত,দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রকাশ ২০০০ খ.২ পৃ. ২৫৬

[২৬] - আবূল হাসান আল মালেকী, কিফায়াতুত তালিব, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রকাশ ১৪১২হি. খ.১ম পৃ. ৫৮১

(وكان السلف الصالح) وهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين (يقومون فيه) أي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (في المساجد بعشرين ركعة) وهو اختيار جماعة منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد والعمل الآن عليه (ثم) بعد قيامهم بالعشرين ركعة (يوترون بثلاث) أي ثلاث ركعات (ثم صلوا) أي السلف غير السلف الأول في زمن عمر بن عبد العزيز (بعد ذلك) أي بعد القيام بعشرين ركعة غير الشفع والوتر (ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر) وهذا اختيار مالك في المدونة

অর্থ- সাহাবীগণ হযরত উমর (রা.) এর সময়কালে মসজিদে বিশ রাকাত নামায আদায় করেছেন। এ অভিমত ইমাম আবূ হানীফা, শাফেঈ ও আহমদ গ্রহণ করেছেন। এর উপর এখনো উম্মতের আমল প্রচলিত আছে। বিশ রাকাত তারাভীহর পর তারা তিন রাকাত ভিতির আদায় করতেন। অতঃপর হযরত উমর ইব্‌ন আব্দুল আযিযের জামানায় ভিতির ছাড়া ৩৬ রাকাত তারাভীহ আদায় করা হয়। ইমাম মালিক এ অভিমত গ্রহণ করেন। [কিফায়াতুত তালিব, খ.১ পৃ.৫৮১] উল্লেখ্য, ৩৬ রাকাত তারাভীহ বলতে ২০ রাকাত তারাভীহ ও ১৬ রাকাত নফল নামায বুঝানো হয়েছে। মক্কাবাসী সাহাবীগণ ২০ রাকাত তারাভীহ পড়ার সময় প্রতি চার রাকাত আদায় করে বিশ্রাম করার পরিবর্তে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতেন। আর মদীনাবাসী সাহাবীগণ তারাভীহর প্রতি চার রাকাত অন্তর বিশ্রামের সময় অতিরিক্ত চার রাকাত নফল আদায় করতেন। প্রথম চার তারভীহায় চার রাকাত করে নফল পড়লে মোট নফল নামায হয় ১৬ রাকাত। তারা শেষ তারভীহায় নফল না পড়ে সাথে সাথে ভিতির আদায় করতেন।

শায়খ ইব্রাহীম ইয়াকুবী মালেকী মাযহাবের পরবর্তী আমল বর্ণনা করে তাঁর ফিকহুল ইবাদাত গ্রন্থে বলেন,

التراويح : وهي قيام رمضان عددها : عشرون ركعة عدا الشفع والوتر ثم جعلت في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ست وثلاثون لكن الذي عليه السلف والخلف أنها عشرون والدليل ما روى البيهقي عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال : كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة قال : وكانوا يقومون بالمئين وكانو يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام (فقه العبادات-الشيخ إبراهيم اليعقوبي الحسني الجزائري المالكي)

অর্থ- হাদীস শরীফে রামযান মাসের যে কিয়ামুল লায়লের কথা বলা হয়েছে তদ্বারা তারাভীহর নামায উদ্দেশ্য। ভিতির ও শফিউল ভিতির ছাড়া তারাভীহর নামায বিশ

qbadri.blogs

রাকাত। হযরত উমর ইব্নে আব্দুল আযীযের আমলে মদীনাবাসীরা তারাভীহ ৩৬ রাকাত আদায় করতেন। কিন্তু সকল ইমামের অভিমত হলো, তারাভীহ বিশ রাকাত। দলীল হিসেবে তিনি বায়হাকী শরীফে বর্ণিত হযরত সায়েব ইব্নে ইয়াযিদের হাদীসটি গ্রহণ করেন- তিনি বলেন, হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) এর যামানায় সকল সাহাবী বিশ রাকাত তারাভীহ আদায় করেছেন। তারা ১০০ আয়াত বিশিষ্ট সূরা তেলাওয়াত করতেন। হযরত উসমান (রা.) এর সময়ে তারা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর সময় লাঠির উপর ভর দিতেন। [ফিকহুল ইবাদাত, খ. ১ম পৃ. ১৯৫]

৩. শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম শারবিনী আশ শাফেয়ী তাঁর আল ইকনা'গ্রন্থে বর্ণনা করেন-[২৭]

(صلاة التراويح) وهي عشرون ركعة وقد اتفقوا على سنيتها وعلى أنها المرادة من قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري وقوله إيمانا أي تصديقا بأنه حق معتقدا أفضليتهواحتسابا أي إخلاصا سميت كل أربع منها ترويحة لأنهم كانوا يتروحون عقبها أي يستريحون قال الحليمي والسر في كونها عشرين أن الرواتب المؤكدات في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت لأنه وقت جد وتشمير .ولأهل المدينة الشريفة فعلها ستا وثلاثين لأن العشرين خمس ترويحات فكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط فجعل لأهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ليساووهم ولا يجوز ذلك لغيرهم كما قاله الشيخان لأن لأهلها شرفا بهجرته ودفنه صلى الله عليه وسلم

অর্থ- ইমাম শারবিনী তাঁর আল ইক্না গ্রন্থে বর্ণনা করেন, তারাভীহ বিশ রাকাত। তারাভীহ নামায সুন্নাত, সকল ইমাম এতে ঐকমত্য পোষণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বাণী- 'যে রামযান মাসে কিয়ামুল লায়ল আদায় করল বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় তার পূর্বের সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।' বুখারী শরীফের এ হাদীস দ্বারা তারাভীহ নামাযই উদ্দেশ্য। এ নামাযকে তারাভীহর নামায বলার কারণ হলো, তারাভীহ শব্দটি বহুবচন, এক বচন হলো, তারভীহাতুন। প্রতি চার রাকায়াতে এক তারভীহা। এ হিসেবে পাঁচ তারভীহায় বিশ রাকাত আদায় হয়। ইমাম হালীমি বলেন, একজন ঈমানদারকে দৈনিক ১০ রাকাত সুন্নাতে রাওয়াতিত

---

[২৭] - মুহাম্মদ আশ শারবিনী, আল ইকনা, মাকতাবুল বুহুস ওয়াদ দারাসাত, দারু ফিকর, বৈরুত, প্রকাশ ১৪১৫হি.খ. ১ম পৃ. ১১৭

(মুয়াক্কাদা) আদায় করতে হয়। এ দশ রাকাতকে রামযানে দ্বিগুণ করা হয়েছে কেননা, এটি একনিষ্ঠতার সাথে বেশি ইবাদত করার মাস।

আর মদীনাবাসীরা ৩৬ রাকাত তারাভীহ আদায় করতেন। কেননা, প্রতি চার রাকাত পর মক্কাবাসীরা কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতেন। আর মদীনাবাসীরা প্রতি চার রাকাতের পর তারভীহা তথা বিশ্রামের সময় অতিরিক্ত চার রাকাত নফল আদায় করতেন। শায়খাইন বলেন, ৩৬ রাকাত তারাভীহ আদায় করা মদীনাবাসী ছাড়া অন্য কারো জন্য বৈধ নয়। এটি কেবল মদীনাবাসীদের জন্য বৈধ। তিনি বলেন, মদীনাবাসীরা বিশেষভাবে সম্মানিত এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাদের মাঝে হিজরত করেছেন এবং তিনি সেখানে দাফন হয়েছেন।

৪. হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আল মুকাদ্দেসী হাম্বলী বর্ণনা করেন-[২৮]

التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان" لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان وأقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" . متفق عليه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاثا ثم تركها خشية أن تفرض فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر رضي الله عنه وهم أوزاع يصلون فجمعهم على أبي بن كعب. [العدة شرح العمدة لموفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي]

অর্থ- ইশা'র নামাযের পর তারাভীহ বিশ রাকাত। দলীল হিসেবে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিম্নোক্ত হাদীসটি গ্রহণ করেছেন- 'যে ব্যক্তি রামযানের রোযা রাখল এবং রাতে কিয়ামুল লায়ল আদায় করল বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় তার পূর্বের গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।' (বুখারী ও মুসলিম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সাহাবীগণকে নিয়ে তিন দিন জামায়াত সহকারে কিয়ামুল লায়ল তথা তারাভীহ আদায় করেছেন। উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকায় তিনি ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন নি। পরবর্তীতে লোকেরা নিজেরা একাকী কিয়ামুল লায়ল বা তারাভীহ আদায় করতেন। হযরত উমর (রা.) এর খিলাফত আমলে তিনি বিক্ষিপ্ত লোকদেরকে হযরত উবাই ইব্নে কা'বের (রা.) ইমামতিতে একত্রিত করে ২০ রাকাত তারাভীহর নামায আদায় করেন।

ইব্নে তাইমিয়ার অভিমত:

---

২৮. আল মুকাদ্দেসী, আবূ মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন, আল উদ্দাহ শারহুল উমদাহ, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, প্রকাশ ২০০৫ খ.১ম পৃ. ৮৩

লামাযহাবী তথা আহলে হাদীস ফিরকার লোকেরা চার মাযহাবের ইমামগণের চেয়ে ইব্নে তাইমিয়ার দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যাখ্যা এবং পন্থা ও নীতিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ইবনে তাইমিয়া তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থে বর্ণনা করেন-[২৯]

وقال ابن تيمية في الفتاوى ثبت ان ابي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في رمضان ويوتر بثلاث فراي كثيرا من العلماء ان ذلك هو السنة لانه قام بين المهاجرين والانصار ولم ينكره منكر-مجموع فتاوى 1\191

অর্থ- ইব্নে তাইমিয়াহ তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থে বর্ণনা করেন, এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, লোকেরা হযরত উবাই ইব্নে কা'ব (রা.) এর পিছনে রামযান মাসে ২০ রাকাত তারাভীহ ও তিন রাকাত ভিতির আদায় করতেন। অধিকাংশ উলামা এ অভিমত গ্রহণ করেছেন। কেননা, মুহাজির সাহাবী ও আনসার সাহাবী সকলেই এরূপ নামায আদায় করেছেন। কেউ এর বিরোধিতা করেনি। [মজমুয়ে ফাতাওয়া, খ.১ পৃ.১৯১]

উপসংহার: আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মদীকে তাঁর সবিশেষ রহমত দ্বারা ধন্য করেছেন : রামযান মাসের ফযীলত, তারাভীহ নামাযের ফযীলত বিশেষতঃ লায়লাতুল কাদর এর ফযীলত তিনি কেবল উম্মতে মুহাম্মদীকে দান করেছেন। উপরে বর্ণিত হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামযান মাসে পুরো রাত ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তিনি উম্মতের গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য রামযান মাসে তারাভীহর নামায সুন্নাত করেছেন। তবে ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকায় তিনি এ নামায ধারাবাহিকভাবে সাহাবীগণের সাথে আদায় করেননি। যা উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে। হাদীস দ্বারা এও প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কখনো ২০ রাকাত তারাভীহ আদায় করেছেন। আবার কখনো আট রাকাত তারাভীহ আদায় করেছেন। কিন্তু হযরত উমর (রা.) এর জামানা থেকে উম্মত ২০ রাকাত তারাভীহর উপর ঐকমত্য পোষণ করেন। উপর্যুক্ত তথ্য উপাত্ত প্রমাণ করে যে পৃথিবীর মুসলিম জনসমাজ হাজার বছর ধরে জামাতের সাথে বিশ রাকাত তারাভীহ নামায আদায় করে আসছেন। তারাভীহ নামায সুন্নাতে মোয়াক্কাদা। যাঁরা বিশ রাকাত তারাভীহ আদায় করতে শারীকিভাবে অক্ষম তাঁরা সাধ্যানুযায়ী যতটুকু সম্ভব আদায় করে থাকেন। হাজার বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত সুশৃঙ্খল একটি বিধান সম্পর্কে অহেতুক কলহ সৃষ্টি করার অর্থ হচ্ছে মুসলিম সমাজের

---

[২৯] - তাকী উদ্দিন ইবন তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, দারুল ওয়াফা, প্রকাশ ২০০৫ খ. ১ম পৃ.১৯১

অভ্যন্তরে নতুন ফিত্না সৃষ্টি করা। উল্লেখ্য যে, সকল প্রকার ফিত্না থেকে সতর্ক থাকার জন্য মহানবী (দঃ) তাঁর উম্মতদেরকে বার বার তাগিদ দিয়েছেন।

তারাভীহ নামায সম্পর্কে যারা বিতর্কের অবতারণা করেছেন তারা একই সঙ্গে ভিতির নামায সম্পর্কেও অনর্থক বিতর্কের অবতারণা করছেন। ভিতির ওয়াজিব নামায। এ নামায ইশার নামায সমাপ্তির পর অথবা যাঁরা তাহাজ্জুদ আদায় করেন তাঁরা তাহাজ্জুদের পর ভিতির আদায় করে থাকেন। নতুন করে এ নামায সম্পর্কেও ইদানিং ধর্মীয় বিধিবিধান নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টিকারী বিভ্রান্ত কিছু ব্যক্তি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তারা ভিতির নামায এক রাকাত বলে উল্লেখ করে ধর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধানী একশ্রেণীর যুবকদের মধ্যে ইসলামের অনন্য বিধান নামায সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এদের উপস্থাপিত বিতর্কিত বক্তব্যের তথ্য উপাত্তগত কোন ভিত্তি নেই। এ সমস্ত ফিত্না থেকে পারত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে মহানবীর (দঃ) নির্দেশনা এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে অনুসৃত বিধানকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা। লামাযহাবীদের ইমাম নাসির উদ্দীন আলবানী ৮ রাকাত তারাভীহর উপর একটি কিতাব রচনা করেছেন। তাঁর এ কিতাব পড়লে মনে হবে-রাসূলুল্লাহর শারীয়ত তিনি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারেননি। এমনকি সাহাবা কিরামও নন; নাউযুবিল্লাহ। এ আলবানীর অনুসারীরা সাধারণ মুসলমানকে রাসূলুল্লাহর নামায বলে বিভ্রান্ত করছে। আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উম্মতকে লামাযহাবীর ফিতনা থেকে রক্ষা করুন। আমিন!

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী:

১. আহমদ ইব্নে হাম্বল, *মুসনাদ*, মুয়াসসিতুর রিসালাহ, প্রকাশ ১৯৯৯

২. আলবানী, নাসের উদ্দিন, *সালাতুত তারাভীহ*, মাকতাবতুল মা'রিফ, রিয়াদ, প্রকাশ ১৪২১ হি.

৩. আবূ আব্দুর রাহমান আন নাসাঈ, *আস সুনানুল কুবরা*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত প্রকাশ ১৯৯১

৪. আবূ বাকর আহমদ ইব্নুল হোসাইন আল বায়হাকী, *আস সুনানুল কুবরা*, মাজলিসু দায়িরাতুল মায়ারিফ আন নিযামিয়া, হায়দারাবাদ, ভারত, প্রকাশ ১৩৪৪ হি.

৫. আবূ বকর আহমদ ইব্নুল হোসাইন আল বায়হাকী, *শুয়াবুল ঈমান*, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, প্রকাশ ২০০৩

৬. আবূ আব্দুল্লাহ আল বুখারী, *আল জামে আস সহীহ*, দারু ইব্নে কাছীর, ইমামা, বৈরুত

৭. মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, *আস সহীহ*, দারুল জাইল, বৈরুত তাবি

৮. ইব্নে হাজর আল আসকালানী, *আত তালখীছুল হাবীর*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, প্রকাশ ১৯৮৯

৯. আল হাকিম নিসাপুরী, *আলমুসতাদারক আলাস সহীহাইন*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত প্রকাশ ১৯৯০

১০ মুহাম্মদ ইব্নে ইসহাক ইব্নে খোযাইমা, *সহীহ ইব্নে খোযাইমা*, আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত প্রকাশ ১৯৭০

১১. আবূ দাউদ সোলাইমান আস সিজিসতানী, *সুনানু আবি দাউদ*, দারুল কিতাব আল আরবী, বৈরুত তাবি

১২. মালিক ইব্নে আনাস আল আসবাহী, *মুয়াত্তা*, দারু ইহয়াউত তুরাছ আল আরাবী, মিসর তাবি

১৩. ইব্নে কুদামা আল মুকাদ্দেসী,আব্দুল্লাহ ইব্নে আহমদ,*আল মুগনী ফি ফিকহিল ইমাম আহমদ*, দারুল ফিকর, বৈরুত প্রকাশ ১৪০৫ হি.

১৪. আবূ ঈসা আত তিরমিযী, *আল জামে আস সহীহ*, দারু ইহয়াউত তুরাছিল আরবী, বৈরুত

১৫. ইব্নে আবি শায়বা, আল কূফী, *মুসান্নাফ*, দাবুস সালফিয়া আল হিনদিয়া

১৬. আস সারাখসী, শামসুদ্দিন আবূ বাকর, *আল মাবসুত*, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রকাশ ২০০০

১৭. আবূল হাসান আল মালেকী, *কিফায়াতুত তালিব*, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রকাশ ১৪১২ হি.

১৮. মুহাম্মদ আশ শারবিনী, *আল ইকনা*, মাকতাবুল বুহুস ওয়াদ দারাসাত, দারু ফিকর, বৈরুত, প্রকাশ ১৪১৫ হি.

১৯. আল মুকাদ্দেসী, আবূ মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন, *আল উদ্দাহ শারহুল উমদাহ*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, প্রকাশ ২০০৫

২০ তাকী উদ্দিন ইব্নে তাইমিয়া, *মাজমুউল ফাতাওয়া*, দাবুল ওয়াফা, প্রকাশ ২০০৫।

আলোকধারা বুকস

এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের প্রকাশনা

১) শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর জীবনী শরীফ
- জামাল আহমদ সিকদার (১৯৮২)

২) ঐশী আলোর জলসাঘর - মোঃ মাহবুব উল আলম (১৯৮৪)

৩) Shahanshah Ziaul Huq Maizbhandari
- Syed Mohd. Amirul Islam (1992)

৪) The Divine Spark - Md. Ghulam Rasul (1994)

৫) শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব
- সম্পাদনা, মোঃ মাহবুব উল আলম (১৯৯৭)

৬) কুরআন-হাদীসের আলোকে সিজদা/সেমা প্রসঙ্গ - হাফেজ আবুল কালাম (২০০০)

৭) হযরত গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ওফাত শতবার্ষিকী বিশেষ
প্রকাশনা (মাসিক আলোকধারা) - সম্পাদনা, মোঃ মাহবুব উল আলম (২০০৬)

৮) তাজকেরাতুল মাইজভাণ্ডারিয়া (২০০৮)

৯) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে মাইজভাণ্ডার দরবার
শরীফের ভূমিকা - মোঃ মাহবুব উল আলম (২০০৯)

০) মাইজভাণ্ডার শরীফ পরিচিতি - ড. সেলিম জাহাঙ্গীর (২০১৪)

১) মাইজভাণ্ডারী জীবন-বোধ ও কর্মবাদ [একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রক্ষেপণ]
- মোঃ মাহবুব উল আলম (২০১৫)

২) হযরত শেখ নিজামউদ্দিন আওলিয়া (রঃ) : জীবন ও কর্ম
- প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী (২০১৫)

৩) ছহীহ নূরানী অজিফা (২০১৫)

৪) উরস-হাদিয়ার তরতীব (২০১৫)

৫) কালাম-এ-শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (২০১৫)

১৬) তারাভীহ নামায
- ড. মাওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ (২০১৬)

[পুস্তকের পাশে প্রথম সংস্করণের সন উল্লেখ করা হয়েছে।
তবে ১নং পুস্তকের ইতোমধ্যে দ্বাদশ সংস্করণ এবং ২নং থেকে ১০নং পুস্তকগুলোর
প্রত্যেকটার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।]

www.Facebook.com/Y.BICS

Www.Facebook.com/Hafezyusuf90

Www.Twitter.com/Aayqadri

Www.Instagram.com/Aayqadri

Www.Yqadri.tumblr.com

Www.Yqadri.blogspot.com

Www.Yqadri.WordPress.com